বেগুন উৎপাদন কৌশল

বেগুন বাংলাদেশের একটি বহুল প্রচলিত সব্জি ফসল। সব ধরনের মাটিতেই বেগুন জন্মে তবে সুনিস্কাশিত এটেল দো-আঁশ ও পলি দো-আঁশ মাটি বেগুনের চাষের জন্য বেশি উপযোগী। হালকা বেলে মাটি আগাম জাতের বেগুন চাষের জন্য উপযোগী তবে এতে বেশি পরিমানে জৈব সার প্রয়োগ করতে হয়।

এক নজরে:

- সুনিস্কাশিত এটেল দো-আঁশ ও পলি দো-আঁশ মাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী।
- শীতকালীন মৌসুমে চাষের উপযোগী জাতের মধ্যে রয়েছে ইসলামপুরী, লাফফা (গফরগাঁওজাত), ঈশ্বরদী-১, উত্তরা (বারি বেগুন-১), নয়নকাজল, হাইব্রিড শুকতারা, হাইব্রিড তারাপুরি (বারি বেগুন-২), শ্রাবন্তী এফ-১ (হাইব্রীড, লালতীর), লাবনী এফ-১ (হাইব্রীড, লালতীর) এবং বারমাসি জাতের মধ্যে শিংনাথ, হাইব্রিড বিজয় ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া আগাম জাত হিসাবে হাইব্রিড নয়নতারা (বারি বেগুন-৫) জাত পরিচিত।
- একর প্রতি চারা উৎপাদনের জন্য ২৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সের ৫-৬ টি পাতাসহ এবং ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা চারা ফসলের মাঠে রোপণ উপযোগী হয়।
- বেগুনে আক্রমণকারী প্রধান পোকা হিসাবে ফল ও ডগাছিদ্রকারী পোকা, সাদামাছি, জেসিড পোকা ইত্যাদি প্রধানতম।

জাত:

বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের বেগুন চাষ হয় তবে ঋতুভেদে বাংলাদেশে প্রধানত দুই ধরনের বেগুন চাষ করা হয়ে থাকে। জনপ্রিয় জাতের মধ্যে উত্তরা, তারাপুরি, ইসলামপুরী, শিংনাথ, নয়নতারা উল্লেখযোগ্য।

বীজবপন ও চারা উৎপাদন:

সাধারণত প্রতি একরে চারা উৎপাদনের জন্য ২৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। শীতকালীন বেগুন চাষের জন্য আগস্টের শেষ থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালীন বেগুন চাষের জন্য জানুয়ারীর প্রথম থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। ভালোভাবে জমি তৈরী করে তাতে ৬ হাত লম্বা ও ২ হাত চওড়া আকারের বেড তৈরী করতে হবে এবং তৈরীকৃত বেডে পর্যাপ্ত পরিমান জৈব সার প্রয়োগের পর বীজতলা শোধন করতে হবে। তারপর একটি বেডের জন্য শোধিত ৮ গ্রাম বীজ পাতলা করে ছিটিয়ে দিতে হবে। বীজ ও বীজতলা শোধন করলে বীজ ও মাটি বাহিত রোগ কম হয়। উল্লেখ্য বীজতলার মাটিতে কোন রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যাবে না। তবে যদি চারার বৃদ্ধি কম হয় কিংবা চারা হলুদ হয়ে যায় তাহলে প্রতি বেডের জন্য ৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০ গ্রাম জিপসাম ছিটিয়ে দিলে চারার বৃদ্ধি দ্রুত হবে।

চারা রোপণ:

বড় আকারের জাতের ক্ষেত্রে ৩৫-৪৫ দিন বয়সের ৫-৬ টি পাতা সহ এবং ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা চারা ৯০ সে.মি.বা ৩৬ ইঞ্চি সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারা ৬০ সে.মি. বা ২৪ ইঞ্চি দূরত্বে রোপণ করতে হবে। অপরদিকে ছোট আকারের জাতের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারি ৭৫ সে.মি বা ৩০ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারা ৫০ সে.মি. বা ২০ ইঞ্চি দূরত্বে রোপণ করতে হবে।

সারিবদ্ধ ভাবে চারা রোপণ করলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়

বেগুনে আক্রমণকারী প্রধান পোকা ও তার দমন ব্যবস্থা:

বেগুনের কান্ড ছিদ্রকারী পোকা

ফল ও ডগাছিদ্রকারী পোকা:

ক্ষতির ধরন: ফল ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা বেগুনের প্রধান শত্রু। চারা রোপণের ৪/৫ সপ্তাহের মধ্যেই এই পোকার আক্রমণ হয়, তবে ফুল ধরার সাথে সাথে এই পোকার আক্রমণ বাড়তে থাকে। এ পোকার কীট ডগা ও ফল ছিদ্র করে ভিতরের অংশ খেয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত অংশ শেষ পর্যন্ত পচে যায়।

দমন ব্যবস্থা: জমিতে চারা রোপণের ৩ সপ্তাহ পর থেকে সেক্স ফেরোমোন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আক্রান্ত সব ডগা ও ফল তুলে জমি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে। এর পরেও আক্রমণের মাত্রা খুব বেশী হলে ভলিউম ফ্লেক্সি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে অথবা রিজেন্ট এসসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১৫ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সাদামাছি:

ক্ষতির ধরন: পাতার নিচে ছোট ছোট পোকা সাদা আশযুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। এরা পাতার রস চুষে খায় ফলে পাতা কুকড়ে যায় এবং পাতার মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা বা হলদেটে দাগ দেখা যায়। এই পোকা মোজাইক ও পাতা কোকড়ানো রোগের ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে। এর আক্রমণ সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়ায় বেশি হয়।

দমন ব্যবস্থা: ৫০ গ্রাম সাবান/সাবানের গুড়া ১০ লিটার পানিতে গুলে পাতার নীচে সপ্তাহে ২-৩ বার ভাল করে স্প্রে করা। কোকড়ানো পাতা/মোজাইক আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ইনটেল নামক কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ মিলি মিশিয়ে সপ্তাহে ২ দিন স্প্রে করতে হবে।

বেগুনের পাতার উপরে সাদা মাছি

বেগুনে আক্রমণকারী প্রধান রোগ ও তার দমন ব্যবস্থা:

ব্যাকটেরিয়ালউইল্ট:

ক্ষতির ধরন: গাছের মূল পচে যায়। গাছ দিনের বেলা নেতিয়ে পড়ে আবার সন্ধ্যার পর সতেজ হয়ে ওঠে এবং তিন-চার দিন পর মারা যায়। গাছের গোড়ায় হাত দিয়ে চাপ দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজের মত তরল পদার্থ বের হয়।

বেগুনে আক্রমণকারী প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে গোড়াপচা (চারা অবস্থায় বিশেষ করে বীজতলায় বেশী হয়), ব্যাকটেরিয়ালউইল্ট (পরিনত গাছে বেশী হয়)।

দমন ব্যবস্থা: জমি তৈরীর ১০ দিন আগে প্রতি শতাংশে ৫০ গ্রাম ফিউজড ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে চাষ দিয়ে ফেলে রাখতে হবে। কোন ভাবেই ব্লিচিং প্রদানের ১০ দিনের মধ্যে উক্ত জমিতে চারা লাগানো যাবে না। জমির মাটি শুষ্ক হলে ব্লিচিং দেওয়ার পূর্বে জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে। আক্রান্ত গাছ গোড়া সহ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে এবং বাকী গাছ গুলোতে স্যাভলন প্রতি লিটার পানিতে ৩ মি:লি: হারে মিশিয়ে গোড়াতে স্প্রে করতে হবে। তাহলে নতুন করে আর কোন গাছ আক্রান্ত হবে না।

গোড়াপচা:

ক্ষতির ধরন: এই রোগ সাধারণত বীজ তলায় বেশী হয়। চারার গোড়া পচে ঢলে পরে। বড় গাছের ক্ষেত্রে প্রথমে গোড়ায় কালচে দাগ পরে এবং পরবর্তীতে এই দাগ বড় হয়ে গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে পড়লে গাছ ঢলে পরে।

দমন ব্যবস্থা: আক্রান্ত বীজতলায় ছত্রাক নাশক ব্যাভিস্টিন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বড় গাছ আক্রান্ত হলেও একই হারে ব্যাভিসটিন স্প্রে করতে হবে।

গোরা পচা রোগাক্রান্ত বেগুন গাছের কান্ড

সাধারণত প্রতি শতকে ইউরিয়া ১ কেজি ৫০০ গ্রাম টি এস পি ৬০০ গ্রাম এম ও পি ১ কেজি এবং গোবর ১ মন প্রয়োগ করা যায়

সার প্রয়োগ: যে কোন ফসলে সার প্রয়োগের মাত্রা মাটির গুনাগুনের উপর নির্ভরশীল। মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি মাটির গুনাগুন বজায় রেখে উৎপাদন খরচ অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়।

আন্তঃপরিচর্যা: জমি সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। চারা রোপণের মাস খানেক পর থেকে মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। ভাল ফলন পেতে হলে গাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য মাটির 'জো' অবস্থা বুঝে নিয়মিত জমিতে সেচ দিতে হবে। তাছাড়া প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর পরই সেচ প্রদান করা ভাল।

বীজ বোনার পর থেকে জাত বিশেষে ফুল আসতে ৪৫-৭০ দিন সময় লাগে। ফুল আসা থেকে শুরু করে ২৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ শুরু হয়।

ফসল সংগ্রহ: বীজ বোনার পর থেকে জাত বিশেষে ফুল আসতে ৪৫-৭০ দিন সময় লাগে। ফুল আসা থেকে শুরু করে ২৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ শুরু হয়। বাজারমূল্য বিবেচনা করে ফল আহরণ করলে বেশী লাভবান হওয়া যায়।

ছবিসূত্র: ক্রস বর্ডার প্রকল্প এবং ইন্টারনেট

তথ্য সূত্র: হেলভেতাস সুইস ইন্টারকোঅপারেশন এবং http://www.ais.gov.bd

এই লিফলেটটি ইউরোপীয়ন ইউনিয়নের অর্থায়নে'আন্ত:সীমান্ত পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রাতিষ্ঠানিক ও বাজার উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত। এই প্রকাশনা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন কনসার্ন ইউনিভার্সাল, বাংলাদেশ। বাড়ি-৮, সড়ক-২৮, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন: ৮৮০-২-৮৮৫২৯৬। ওয়েবসাইট: www.concern-universal.org